দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭ ...

ব্যা | তি | ক্র | ম | উ | দ্যো | গ

ক্যাম্পাসের বঞ্চিত শিশুরা আলোকিত সূর্যের মুখ ছুঁতে চায়

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জাতিকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। অথচ প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মত ক্যাম্পাসে বাস করেও শতশত শিশু শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত। এ সকল শিশু, যারা প্রতিনিয়ত 'টোকাই' বলে অবহেলিত, টিএসসি ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে চা, সিগারেট, চকলেট, বাদাম বিক্রি করে কিংবা ক্যান্টিন বা ডাইনিংয়ে কাজ করে আর টুকটাক ফাইফরমাস খেটে যাদের জীবন চলে, মূলতঃ তাদের জন্যই ব্যক্তিগত উদ্যোগে খোলা হয়েছে এক ভিন্নধর্মী স্কুল– 'অর্ক'।

ক্যাম্পাসে একদিকে রাজনীতির নামে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, অন্যদিকে আবৃত্তি, বিতর্ক, নাটক আর সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি কতিপয় তরুণের প্রচেষ্টায় ৩ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র টিএসসি বারান্দায় ৪/৫ জন টোকাই শিশু নিয়ে শুরু হয় অর্কের পথচলা। ১৯৯৫ সালের প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী অনুভব করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বঞ্চিত শিশু বাস করে, যারা জীবনের তাড়নায় অর্থ উপার্জনে নিয়োজিত। অথচ ন্যূনতম মৌলিক অধিকারসমূহ থেকে তারা বঞ্চিত। নিরক্ষর এসব শিশুদের শিক্ষাদান এবং পরবর্তীতে পুনর্বাসনের স্বপ্ন নিয়ে সমাজ-সচেতন ঐ ছাত্র-ছাত্রীরা 'অর্ক' নামক বঞ্চিত শিশুদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে টিএসসি মধুর ক্যান্টিন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) এবং বুয়েট-অর্কের এ চারটি শাখায় মোট একশ' জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করছে। শিক্ষক রয়েছে ৪০ জন। এদের মধ্যে ৩ জন বেতনভুক্ত শিক্ষক।

প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী মানের সব ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রীই রয়েছে। তবে তাদের অংকুর, কিশলয় ও দিশারী এ তিনটি ক্লাসে ভাগ করে পড়ানো হয়। যারা কিছুই জানে না, তাদের জন্য 'অংকুর'। এখানে খেলা-ধুলা, ছবি আঁকা এবং গল্প বলার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। যারা অক্ষর-বর্ণ চিনে তাদের জন্য 'কিশলয়'। এদের কেউ কিছুটা পড়তেও জানে। বর্ণমালা এদের মূল পুস্তক। এখানে ব্ল্যাকবোর্ড ও খাতা-পেন্সিলের সাহায্যে শিক্ষা দেয়া হয়। আর 'দিশারী' হচ্ছে যারা লিখতে-পড়তে জানে– তাদের জন্য। এদের অংকসহ লেখা ও পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রতিদিন দুপুর ২টা হতে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস নেয়া হয়। তবে কোন কোন শাখা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সময়ে ক্লাস নিয়ে থাকে। এখানে প্রচলিত গৎবাঁধা পাঠ্যপুস্তক মুখস্ত না করিয়ে জীবন ও চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা দেয়া হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার ভদ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা এবং ছড়া, গল্প, সাধারণ জ্ঞান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়।

অর্কের শিক্ষকদের মধ্য থেকে গঠিত একটি কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে অর্ক পরিচালিত হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৯ জন এবং মেয়াদ এক বছর। এদের মধ্যে একজন প্রধান সমন্বয়কারী। অন্যান্য সমন্বয়কারীদের আলাদা-আলাদা বিভাগ আছে। তবে প্রত্যেককেই বাধ্যতামূলকভাবে ক্লাস নিতে হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও শিক্ষকদের মাসিক চাঁদা এবং শুভাকাংখীদের নিঃশর্ত অনুদানের অর্থেই অর্ক পরিচালিত হয়। অর্ক এনজিও বা সরকারের কাছ থেকে এ পর্যন্ত কোন সহায়তা নেয়নি। শুধুমাত্র নিঃশর্ত অনুদানই অর্ক গ্রহণ করে।

অর্কের শিশুদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে একটি নাট্যদল। অর্কের ৫০ জন ক্ষুদে নাট্য শিশু মঞ্চস্থ করেছে কিশোর নাটক "বামনবৃক্ষ"। বিটিভির মঞ্চনাটকেও এটি প্রদর্শিত হয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের 'নাটমাট' থিয়েটার পরিচালিত ওয়ার্কশপে অর্কের দু'জন ক্ষুদে নাট্যকর্মী অংশগ্রহণ করে। অর্কের তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে গ্রুপের নতুন নাটক "চাঁদের বুড়ি" মঞ্চস্থ হয়।

ছাত্রদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য রয়েছে অর্ক কর্মসংস্থান প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় রয়েছে দু'টি মোবাইল রেস্তরাঁ স্বপ্ন-১ ও স্বপ্ন-২। এখানে ৮ জন কিশোর কাজ করে। ক্যাম্পাসের বিচ্ছিন্ন স্থানে একদল মোবাইল রেস্তরাঁয় অর্কের ছাত্রদের সগৌরব পদচারণা দেখা যায়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ মেলায় অর্কের ১টি মোবাইল রেস্তরাঁ অংশ নেয়। অর্কের ছাত্রদের মাঝে কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়। এ পর্যন্ত ১৬ জন ছাত্রকে ৫শ' টাকা করে মোট ৮ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য সঞ্চয়ী সমিতি গঠন করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সমিতিতে জমা দেয়। এ পর্যন্ত তারা প্রায় দু'হাজার টাকা জমা দিয়েছে।

অর্কের শিক্ষার্থীদের প্রতিমাসে রোটারেক্ট এবং লিও ক্লাবের সহায়তায় চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়। কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে অর্ক নিজস্ব উদ্যোগে চিকিৎসা ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে।

জরুরী ভিত্তিতে পারিবারিক সংকটে বিনাসুদে ঋণ আকারে ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করা হয়। গত বছর ৩ জন ছাত্রকে গৃহ নির্মাণ ও মায়ের চিকিৎসার জন্য ২ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

অর্কের ক্লাস চলাকালীন সময় ছাত্র-ছাত্রীদের হালকা খাবার সরবরাহ করা হয় এবং বছরে দুইবার পোশাক দেয়া হয়। গত বছর অকালমৃত অর্কের মেধাবী ছাত্র জিল্লুর স্মরণে এ বছর থেকে চালু হয়েছে জিল্লুর স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। অর্কসহ বিএসপির ১০টি সংগঠন এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে।

অর্কের শিশুদের মঝে একটা পরিবর্তন এসেছে। তারা নিজেদেরকে আর 'টোকাই' ভাবে না। কেউ টোকাই বললেও প্রতিবাদ করে। তারা এখন আলোকিত ভবিষ্যতের আকাশ-ছোঁয়া স্বপ্ন দেখে। অর্ক মানে সূর্য– অর্কের ছাত্র-ছাত্রীরা তাই তাদের সোনালী আগামীর জন্য আলোকিত সূর্যের মুখ ছুঁতে চায়।

অর্কের প্রধান সমন্বয়কারী হারুনুর রশীদ স্বপন অর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রচণ্ড আশাবাদী। তিনি জানালেন, অর্কের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অর্কের শিশুদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে এবং অচিরেই আইইআর শাখার উদ্যোগে অর্কের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। অদূর-ভবিষ্যতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হবে অর্কের নতুন শাখা।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অর্কের পদচারণা নিঃসন্দেহে বঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যাকাশের নতুন সূর্যের আবির্ভাব। অর্কের পথচলা যেন কখনোই শ্লথ হয়ে না পড়ে– সে ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক, শুভাকাংখী সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

আমাদের দেশে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৭ শতাংশ। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করার জন্য দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্কের মত উদ্যোগ নেয়া আজ সময়ের দাবী। আর এ জন্য অন্যান্য আন্দোলনের মত ছাত্র সমাজকেই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই অত্যুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হবে এসব বঞ্চিত শিশুরা। তারা আর টোকাই হয়ে থাকবে না। তারাও গড়ে উঠবে আলোকিত মানুষ হয়ে।

–মোঃ মজিবুর রহমান লাভলু